ছোটদের

হজরত উমর

নকীব মাহমুদ

নাশাত

ছোটদের হজরত উমর
নকীব মাহমুদ

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : মুহাম্মদ ইবরাহিম
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত
বিনিময় : ১৪০ (একশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ—

আয়েশা মাহমুদ তুবা।
আমার স্বপ্নের
আয়েশা মাহমুদ ফাউন্ডেশন-এর
ভবিষ্যৎকর্ণধার।
বড় হও মামণি!

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া। একমাত্র তার কৃপাতেই এত বড় একটি কাজ সম্পাদন করার তাওফিক হল। নবীজি সা.-কে নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে মুস্তফা লেখার পর মন থেকে খুব করে চাচ্ছিলাম খোলাফায়ে রাশেদাকে নিয়েও যেন ছোটদের উপযোগী একটা কাজ করতে পারি। এ ছাড়াও মুস্তফা পড়ে অনেক গুণীজন, বন্ধুমহলের অনেকেই বলছিলেন মুস্তফার মতো করে যেন চার খলিফা নিয়েও একটা কাজ করি আমি। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গুরুত্বপূর্ণ এ সিরিজটা শেষ করতে পারলাম। প্রথমে ভাবনা ছিল সিরিজের প্রতিটা বই আলাদা আলাদা করে প্রকাশিত হবে। সেই ভাবনা থেকেই সিরিজের প্রথম বই ছোটদের হজরত আবু বকর প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নাশাত পাবলিকেশনের শ্রদ্ধেয় প্রকাশক আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয়, সিরিজের বাকি বইগুলো আলাদা আলাদা সময়ে প্রকাশ না করে একসঙ্গেই প্রকাশ করা হবে। এতে করে আগ্রহী পাঠকের হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটবে।

সিরিজটি লিখতে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সবার প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সিরিজটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নাশাতের কর্ণধার আহসান ভাই যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এজন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাকে। কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে বইপ্রকাশের দুঃসাহস ক'জনই বা দেখাতে পারেন!

সবশেষে সিরিজটির প্রিয় পাঠক, বিশেষ করে শিশু এবং কিশোর বন্ধুরা, তোমাদের জন্যই লেখা হয়েছে সিরিজটি। আশাকরি সিরিজটির মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে আমাদের মহান চার খলিফা সম্পর্কে। খেলাফতে রাশেদার সোনালি যুগে তোমাদের স্বাগতম! চলো তবে হারিয়ে যাই স্বপ্নের সেই দিনগুলোয়।

নকীব মাহমুদ
১৯ জানুয়ারি ২০২৩
কালাচাঁন স্টোর।
৫২ পূর্ব রাজা বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা।

সূচিপত্র

কে এলো ওই ধরার মাঝে : ০৭
রুক্ষ মরুর দক্ষ নাবিক : ০৯
মেঘে ঢাকা সূর্য–সকাল : ১২
আলোর দেশের নাগরিক : ১৫
পুড়ে পুড়ে সোনা হয় খাঁটি : ২২
বীরের বেশে দূর মদিনায় : ২৬
চলো জান্নাতে যাই : ২৯
সিংহাসনে সিংহ পুরুষ : ৩৩
এমন নেতা কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি : ৩৮
দুঃখ–সুখের বন্ধু তিনি : ৪১
ইতিহাসের ইতিহাসে লেখা থাকে তারই নাম! : ৪৪
নিল দরিয়ার নামে : ৪৭
আঁধার রাতের সিপাহসালার : ৫২
অতন্দ্র প্রহরী : ৫৬
ও শারাবী ও শারাবী : ৬১
মাকদাসের মহানায়ক : ৬৫
মহানায়কের মৃত্যু! : ৭১

কে এলো ওই ধরার মাঝে

পুরো মক্কা তখন ঘুমে বিভোর। আকাশের বুকজুড়ে আলেয়ার মতো পিটপিট করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে গুটিকয় তারা। অভিজ্ঞ পুরোনো নাইটগার্ডের মতোই নিদ্রাহীন দু'চোখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একটি দায়িত্বশীল চাঁদ। ক্লান্ত বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে খেজুরের ডাল। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ। পাকা খেজুরের গন্ধে ভরে উঠেছে চারপাশটা। সে গন্ধেই কি না কি জানি আস্তাবলের উটগুলো জোরে একবার চিৎকার করে উঠলো। উটগুলো মক্কার বিখ্যাত কোরাইশ বংশের খাত্তাব ইবনে নুফাইলের। খাত্তাব ইবনে নুফাইল কিন্তু যেনতেন মানুষ নন! তাদের বংশের রয়েছে গৌরবময় একটি পরিচয়। তার বাবা নুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ছিলেন একজন সম্মানিত মানুষ। সবাই তাকে মান্য করতো। শ্রদ্ধা করতো। এই ধরো, কোথাও ঝগড়া হল, কি কেউ কারো গায়ে অন্যায়ভাবে হাত তুললো- বিচার চলে আসতো নুফাইল-এর কাছে। নুফাইল খুব ইনসাফের সঙ্গে বিচার করতেন। সবাই হাসিমুখেই মেনে নিত নুফাইলের দেওয়া রায়। এ ছাড়াও খাত্তাবের ঊর্ধ্বতন পুরুষ কা'ব ইবনে লুয়াইয়ের কথা জানো নিশ্চয়? কা'ব ইবনে লুয়াইও ছিলেন মক্কার একজন আলোচিত ব্যক্তি।

পুরো মক্কা ঘুমিয়ে পড়লেও খাত্তাবের আঙিনায় ছিল ভিন্ন চিত্র! কেউ একজন ছুটছে গরম পানি নিয়ে। কাউকে ব্যস্ত দেখাচ্ছে কাপড়ের টুকরো খুঁজতে। অন্দরমহল থেকে অকারণেই কেউ একজন যেন চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে—ও-লো, কই গেলি তোরা? আহারে- এতক্ষণ লাগে!

বাইরে অস্থির পায়চারি করছেন খাত্তাব ইবনে নুফাইল। খেজুরের মিষ্টি গন্ধ কিংবা উটের বিরক্তিকর চেঁচামেচি কিছুই যেন গায়ে মাখছেন না তিনি। গরম কড়াইয়ের মতো তাতানো বিশাল মরুভূমি মাড়িয়ে সারা দুপুর উটের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। মক্কা থেকে সেই বারো মাইল দূরের পাহাড় দাজনানের সবুজ উপত্যকার প্রতি একটু

বেশিই নজর খাত্তাবের। দাজনানের ওই লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা সবুজ ঘাসগুলো খাওয়াতে না পারলে তার যেন মনই ভরে না। উটগুলো আস্তাবলে রেখে সন্ধ্যেবেলা যেই ঘরে ঢুকবেন অমনি পথ আগলে দাঁড়ান দাই-পড়শিরা। তারপর থেকে এখন এই মধ্যরাত অবধি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। অন্য সময়ে হলে এতক্ষণে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন; কিন্তু আজ একেবারে শিশুটির মতো গলে গেছেন যেন।

দীর্ঘক্ষণ পায়চারি করতে করতে ঘেমে-ভিজে একেবারে নেয়ে উঠেছেন। এমনিতে পাথর-হৃদয়ের মানুষ তিনি। সহজে গলেন না। অল্পতেই টলেন না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে স্ত্রী হানতামার মুখটা ভীষণ করে মনে পড়ছে তার। ইচ্ছে করছে ভেতরে গিয়ে একবার দেখে আসতে প্রিয়তমার চাঁদমুখটা। পরক্ষণেই আবার সামলে ওঠেন নিজেকে। উঁহু, খাত্তাবের মতো মানুষকে এভাবে অল্পতেই আবেগে জড়িয়ে পড়তে নেই।

ঝিমিয়ে পড়া মরুভূমিটা মুহূর্তেই যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। দূরে বাবলা গাছের ডাল থেকে সশব্দে উড়ে গেলো একদল নিশাচর পাখি। দায়িত্বের ভারে নুয়ে পড়া চাঁদবুড়িটা ক্রমেই ফিকে হয়ে এলো। আস্তাবলের উটগুলো ঘুমের ঘোরেই হয়তো আরো একবার চিৎকার করে উঠলো। আর এই এতকিছু ছাড়িয়ে খাত্তাবের ঘর তখন নতুন শব্দে মুখরিত। নতুন শব্দ অনুসরণ করে খাত্তাব ছুটে যান অন্দরমহলে। চাঁদের মতো সোনার টুকরো ছেলেকে কোলে তুলে নেন পরম মমতায়। চুমু খান গালে-মুখে। পড়শিদের মুখে উচ্ছ্বাস- আরে দেখো দেখো! খাত্তাবের ঘরে আজ চাঁদ নেমেছে! আহা! কী মায়াবী চোখ! রাজপুত্তরের মতো মুখ! দেখে নিও- এই ছেলে একদিন বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে!

উঁহু, শুধু বংশের মুখই না, পুরো পৃথিবীর মুখই উজ্জ্বল করেছেন সে-রাতে জন্ম-নেওয়া সেই ছোট্ট শিশুটি। ইতিহাসের পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে সে নাম- উমর। সেদিনের সেই ছোট্ট শিশুটিই আমাদের প্রিয় উমর। ইতিহাসের মহানায়ক, খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রুক্ষ মরুর দক্ষ নাবিক

ভর দুপুর। ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো তেতে আছে রাক্ষুসে মরুভূমিটা। ঘর থেকে চোখ ফেললে বুক দুরদুরানো মরুভূমিতে দূরে- একলা একা সতিনের মতো অভিমানী যে খোরমা গাছটি দেখা যাচ্ছে তারও ওপারে চরের মত জেগে ওঠা সবুজ ঘাসের বুকে মাথা রেখে কেবলই কি যেন কী ভেবে যাচ্ছে একটি বালক। এই দূরে- সবুজ ঘাসের দেশ তার বড়ই আপন। রোজ তাই সকাল-সকাল বাবার উটের পাল নিয়ে ছুটে আসে এখানে। বাবা যখন তার ভয়ংকর চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল করে কেমন ভয় মেশানো কণ্ঠে বলেন- শোনো, আমি যাচ্ছি, একদম নড়বে না এখান থেকে। তখন বাবাকে মনে হয় ভয়ংকর কোনো দৈত্য-দানব। আচ্ছা, বাবা সবসময় এমন রাগি রাগি চোখে কথা বলেন কেন? বাবা যখন কথা বলেন তখন তার চোখের দিকে একদম তাকিয়ে থাকতে পারে না বালকটি। বাবাকে তার ভীষণ ভয়। ভর দুপুরে বাবা চলে যাওয়ার পরে নিজেকে খুব স্বাধীন মনে হয়। মনে হয় ধু-ধু মরুর বুকে এই একটুখানি সবুজ তার বড়ই আপন। আচ্ছা, তোমরা কি চিনতে পেরেছো বালকটি কে? হ্যাঁ, ঠিকই ধরতে পেরেছো। আমাদের ছোট্ট উমরের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম তোমাদের। উমরের বাবা খাত্তাব ছিলেন খুবই রাগি একজন মানুষ। সবসময় কেমন রাগ রাগ চোখে কথা বলেন উমরের সাথে। বাবাকে ভীষণ ভয় করলেও কেন জানি অনেক ভালোও বাসেন উমর। বাবার সঙ্গে রোজ রোজ উটের পাল নিয়ে যখন সবুজ ঘাসের সন্ধানে বের হতে যাবেন অমনি পাড়ার সব ছেলেরা এসে জাপটে ধরবে উমরকে। বলবে, এই উমর, আমাদের সঙ্গে একটু খেলা করলে কি উটগুলো না খেয়ে মারা পড়বে- হুঁ? চল না একটু বেরোই! বন্ধুদের কথায় মোটেই টলে যান না উমর। বলেন, না-রে, বাবা খুব বকবেন। তাছাড়া উটগুলো খিদের জালায় কেমন কান্না করছে দেখেছিস? আহা, উটগুলোর জন্য ভীষণ মায়া হয় রে আমার!

এত বেলা করে কখনো ঘুম ভাঙে না উমরের। আজ কোত্থেকে যে কি হয়ে গেলো- সূর্য একেবারে উমরের চোখে এসে পড়লো যেন! তীব্র আলোয় বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে উমর। বাবা খাত্তাব গতকালই বলে রেখেছিলেন, ঘরে লাকড়ি নেই, কাল যদি লাকড়ির ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে চুলোয় আগুন জ্বলবে না। লাকড়ির অভাবে রান্না হবে না ভাবতেই পেটের ভিতর খিদেরা ভীষণ রকম জালাতন শুরু করে দিয়েছে। সাত-পাঁচ না ভেবে উমর কোদাল হাতে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। একলা একা লাকড়ি কেটে ঘরে আনা সম্ভব না। কিন্তু বাবাকে এই অসময়ে পাবেই বা কোথায়?

সারা দুপুর খাটা-খাটনি করে বেশ ভালো রকম লাকড়ি জোগাড় করে ফেলেছে উমর। লিকলিকে শরীর। তোমরা ভাবতেও পারবে না এই শরীরে এত শক্তি! আসলে কী জানো, মানসিকভাবে যদি তোমরা শক্তিশালী হও তাহলে দেখবে কোত্থেকে যে শরীরে শক্তি এসে যাবে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের প্রিয় উমর সেই ছোটবেলা থেকেই মানসিক ভাবে প্রচণ্ড রকমের শক্তিশালী ছিলেন।

লাকড়ির বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরতেই দেখে বাবা খাত্তাব গোসল সেরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গা শুকাচ্ছেন। উমরকে দেখেই দৌঁড়ে গিয়ে লাকড়ির বোঝাটা মাথা থেকে নামাতে নামাতে বললেন, বড্ড ভালোকাজ করেছো বেটা। লাকড়িগুলো না হলে যে চুলায় আগুন জ্বলতো না। আহহা, যাবার বেলা আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে না!

উমর কিছু বলতে যাচ্ছিলো অমনি ঘর থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায় হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে আসো! অনেক বেলা হল- খেতে হবে না!

উমর যখন মায়ের সামনে খেতে বসে তখন অন্যরকম একটা আনন্দ-অনুভূতি নাড়া দিয়ে ওঠে বুকের ভেতর। মাকে বড্ড ভালো লাগে উমরের। বিশাল এই সমুদ্র-সংসারে মা-ই তো তার একমাত্র জেগে ওঠা চর।

মাকে বড্ড বেশি ভালোবাসেন উমর।

মায়ের মতো খালারাও ভীষণ ভালোবাসে উমরকে। ভালোবাসবেই না কেন বলো, এরকম কাজ-পাগল ছেলেকে কি কেউ ভালো না বেসে পারে? এই তো সেদিনও খালাদের এক পাল উট নিয়ে সারা দুপুর মরুভূমির এপাড় থেকে ওপাড় চষে বেরিয়েছে উমর। উটগুলোর পেট ভরিয়ে তবেই বাড়ি ফিরেছে। মাঝে মাঝেই উমর ছুটে আসে খালাদের বাড়ি। খালাদের টুকটাক কাজ গুছিয়ে দেয়। খালারাও ছোট্ট উমরকে খুব বেশি ভালোবাসেন। বেছে বেছে মজার খেজুরগুলো রেখে দেন উমরের জন্য। আমাদের ছোট্ট উমর বড় হয়েও ভোলেননি তাই খালাদের কথা। মজার মজার খাবার আর মিষ্টি মিষ্টি খেজুর রঙিন করে রেখেছে আমাদের প্রিয় উমরের শৈশব-স্মৃতি!

রুক্ষ মরুর দক্ষ নাবিক আমাদের প্রিয় উমর ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অনেক পরিশ্রমী আর নিষ্ঠাবান। ছিলেন বাবার সহযোগী-সহযোদ্ধা। আর এভাবেই আগামী পৃথিবীর জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন নিজেকে।

মেঘে ঢাকা সূর্য-সকাল

সুবিশাল আকাশ। সকালের সূর্যোদয়। আলোয় আলোয় ভরে ওঠা মন। কী চমৎকার সেই দৃশ্য, তাই না? কিন্তু সব হিসেব-নিকেশ পালটে গিয়ে যদি হয়ে যায় এর উলটোটা? মনে করো, ঘুম ভাঙতেই দেখলে আকাশটা ছেয়ে গেছে কালো মেঘে। তেজ ছড়ানো সুপুরুষ সূর্যটা ঢেকে গেছে আঁধার কালো মেঘের ভাঁজে। লজ্জায়, অপমানে, মেঘের আঁচলে বাধ্য প্রেমিকের মতো নিজেকে সপে দিয়েছে সূর্যটা। তখন কি বিরক্তিতে ভুরু কুচকাবে না তোমার? মনে হবে না- ইশ, এ কী করলে সূর্য?

আমাদের প্রিয় উমর। স্বপ্নের নায়ক উমর। তাকে নিয়ে তোমরা আকাশ-কুসুম স্বপ্নের পসরা সাজিয়েছ মনের ভেতর। সেই উমরই কিনা আঁধারের অধিনায়ক হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অন্ধকারের। ভাবতেই কেমন কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছে, তাই না? বাবা খাত্তাবের ঘর আলো করে একদিন যে উমর এসেছিলেন ধরনীতে, যাকে নিয়ে তোমরা সাজিয়েছ স্বপ্নের পৃথিবী, যে ছোট্ট বালক প্রচণ্ড রোদের ভেতর ধু-ধু মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কাঠ কেটে সহযোগী হয়েছিলেন বাবার, উটের রাখালি করা যে উমর সুযোগ পেলেই বসে গেছেন বই হাতে, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন নিজেকে—সেই উমর অন্ধকারের নেতৃত্ব দেবে- কী অকল্পনীয় ব্যাপার!

কিন্তু বাস্তবতা যে এমনই নির্মম!

মক্কা তখন পাপের নগরী। পাপে পাপে ভরে উঠেছে মক্কার আকাশ-বাতাস। জালেম আর অত্যাচারীদের উল্লাসে কান ঝালাপালা। গরিব-অসহায়-সমাজে যে নিচু, তাদের যেন কেউ নেই। তাকে মারো-কাটো, কেউ কিচ্ছুটি বলার নেই। দাস-দাসী? সে আবার মানুষ হয় কেমন করে! সে তো পশুর চেয়ে অধম। কন্যা শিশু? উঁহু, ও তো কেবল সমাজের বোঝা!

আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকারের যুগ বলে যে একটি যুগের কথা শুনেছ তোমরা, সেই 'জাহিলিয়াত'-এর কথাই শোনাচ্ছি তোমাদের। আমাদের প্রিয় হজরত উমর দেখতে দেখতে তখন অনেক বড় হয়ে উঠেছেন। উঁচা-লম্বা সুঠাম দেহের অধিকারী উমরকে দেখলে সমীহ করে সবাই। ভালোবেসে কুশল জিজ্ঞেস করে। খাতির জমাতে চায় হজরত উমরের সাথে। কেনই-বা সমীহ করবে না বলো, এই তো সেদিন উকাজের ভরা মজলিসে বাঘা বাঘা পালোয়ানদের হারিয়ে কুস্তিতে সেরা হওয়ার খেতাবটা বাগিয়ে নিলেন উমর। সবাই তো মহাখুশি! তাদের প্রিয় উমর সিংহের মতো লড়াই করে জিতেছেন। 'মাজিন্না এবং জিল মাজাজে'র বাজারও প্রতিনিয়ত উমরের প্রশংসায় সরগরম। এত চমৎকার করে কবিতা বলেন! আহা কী গুছিয়ে, কেমন যে মায়া জড়ানো শব্দে ছন্দের মালা গাঁথেন। আরবের নেতাগোছের লোকেরা তাদের জরুরি সভায় ভালো আর সুন্দর চেয়ারটা পেতে দেন উমরকে। দেখতে দেখতে নেতাদের আস্থার শীর্ষ চূড়ায় উঠে যান উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। অন্ধকারে থাকতে থাকতে আলোতে যেমন চোখ ঝলসায়, তেমনি খারাপ লোকেদের আদর-আপ্যায়নে বদলে যান আমাদের প্রিয় উমর। আলো দেখলেই তার গা জালা করে। সহ্য করতে পারেন না সত্যটা। তখন সবেমাত্র অন্ধকার আরবে আলোর প্রদীপ নিয়ে হাজির হয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই আলোর মিছিলে যোগ হয়েছেন কেউ কেউ। অন্ধকার কি কখনো আলো সহ্য করতে পারে? পারে না। মক্কার কাফেরগুলোও সহ্য করতে পারল না আমাদের প্রিয়নবীকে। আলো দেখলেই তাদের চোখ জালা করে। তাই তারা জোট বাধল ইসলামের বিরুদ্ধে। গুটিকয় যে মুসলমান, বিশেষ করে যারা সমাজে একটু দুর্বল— তাদের উপর নেমে এলো সে কী কঠিন নির্যাতন। উমর ইবনে খাত্তাবও যোগ দিলেন সেই শয়তানগুলোর সঙ্গে। যখনই শুনতে পেতেন কেউ একজন যোগ দিয়েছেন আল্লাহর নবীর দলে, ইসলামের আলোয় আলোকিত করেছেন নিজের জীবনকে অমনি ছুটে যেতো কাফেরেরা। ধরে ধরে সে কী মার মারতো মুসলমানদের!